



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



বাণী

রত্নপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১৭ চৈত্র ১৪১৫
৩১ মার্চ ২০০৯

'পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশ পুলিশ দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানটি জাতিগঠনে অবদান রেখে চলেছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা পৌরোহিত্য। দেশমাতৃকার কল্যাণে পুলিশ বাহিনীর যেসব সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন আমি তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

সম্প্রতি জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে পুলিশ দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশ পুলিশ আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রশংসিত হয়েছে। আমি আশা করি বাংলাদেশ পুলিশ তাঁদের পেশাগত দক্ষতা, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে দেশ ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ পুলিশকে আরো আধুনিকায়ন ও জন্মস্থায়ী করতে সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

আমি 'পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Naba Bikram Kishore Tripura

মোঃ জিব্বুর রহমান



বাণী

মন্ত্রী

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগবোধী পুলিশ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন সমন্বিত রাখার প্রাথমিক ভূমিকা বাংলাদেশ পুলিশ নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করে আসছে। দেশবাসীকে নিরাপত্তা ও স্বস্তি প্রদানের প্রয়োজনে পুলিশকে প্রয়োগ করতে হয় মেধা, শ্রম ও দক্ষতা। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। প্রতিবছর দায়িত্বপালনকালে পুলিশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যকে জীবন দিতে হয়। আমি বাংলাদেশ পুলিশ এর এ অবদানকে সাধুবাদ জানাই।

পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের সর্বস্তরে কর্মচাঞ্চলা এবং নতুন স্পৃহা সঞ্চারিত হবে। পারস্পরিক মূল্যায়ন এবং মতবিনিময় এর মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যা সমূহের নিরসন এবং সম্ভাবনার নতুন দুরার উন্মোচিত হবে- আমি এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার একটি উন্নত সমাজ বাবদ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'দিনবদলের সনদ' নামক ইশতেহারে ঘোষিত রূপকল্প বা তিন নব্বয়ী দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ পুলিশকে এ লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশ পুলিশ সময়ের এ চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে।

আমি 'পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

Sheikh Hasina

(এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন)



বাণী

সচিব

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সপ্তাহের প্রথম প্রহরেই রাজারবাগে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর পুলিশ যোদ্ধাদের।

সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে উন্নয়নের পরিবেশ বজায় রাখা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার নিরিখে অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও পুলিশ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট রয়েছে। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধ দমনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ পুলিশ।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক বাস্তবতায় পুলিশেরও প্রয়োজন যথাযথ দক্ষতা অর্জন। অপরাধের নিত্য নতুন ধরন পরিবর্তনের ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সম্যক ধারণা না থাকলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা কষ্টসাধ্য হবে। পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের সাথে পুলিশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সূচিত যোগসূত্র নতুন প্রেরণা, প্রত্যাশা ও কর্মস্পৃহায় জ্বরণ ঘটাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ় হবে বলে আমি আশাবাদী।

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ সর্বতোভাবে সফল হোক- এই কামনা করছি।

Abulhasan Sikdar

(আবদুস সোবহান সিকদার)

Police Reform: Achievements and Future Priorities
Naba Bikram Kishore Tripura, ndc

Like any other reform police reform is also a long term initiative. A comprehensive capacity building endeavour to improve human security in Bangladesh styled as Police Reform Programme has been launched that supports the transition from a colonial style police force to democratic policing by strengthening the Bangladesh Police's ability to contribute to a safer and more secure environment based on respect for the rule of law, human rights and equitable access to justice. The programme has a specific focus on the poor and disadvantaged, women and children and delivering tangible results at the Thana level. The programme recognizes the potential contribution that the police can make to national security and socio-economic growth.

From November 01, 2007 the judiciary has finally been made independent which is undoubtedly a milestone that has been achieved to advance and ensure greater judicial independence and thereby establish rule of law in the country. The biggest challenge for Bangladesh Police is to build an efficient and effective police service as an integral part of the broader justice sector. The reform initiative aims at improving the efficiency and effectiveness of Bangladesh Police by supporting the key areas of access to justice. The programme complements other initiatives for reform in the broader justice sector and is designed to assist Bangladesh Police to improve performance and professionalism consistent with broader government objectives. Support to a functioning, accessible and transparent criminal justice system, institutions and services means that poor people and other disadvantaged groups have protection, representation and recourse to hold the resource-rich accountable for commitments and services included in the MDGs.

Significant problems exist in human security sector and access to justice in Bangladesh and these issues adversely impact on the poor and vulnerable especially women and young people. There were many problems to be addressed in the agenda for reform that include:

- Shortfalls in supervisory and managerial competence;
- Under-resourced and under-trained police;
- Lack of specialized technical capacity to deal with emerging crimes;
- Lack of confidence in the police;
- Lack of sensitivity by the police on the plight of victims of crime, particularly women, young people, minorities, the landless poor, street people and other vulnerable groups;
- Adverse effect by external influences;
- The low number of women police and their low representation in decision making positions;
- The machinery of policing has not evolved over time and does not meet the needs of present-day Bangladesh;
- Inefficient use of police resources and lack of competence by officers performing many critical functions without adequate (or any) training;
- The existence of opportunistic and institutional corruption;
- Generally low motivation and morale linked to low pay, poor working conditions and limited promotion prospects, especially at the lower levels;
- Inadequate overall strategic planning, including human resource and career development, transparency and accountability of function and sustainability of operations; and

- Widespread abuse of authority, whilst accountability and transparency are lacking. Bangladesh Police have already taken some initiatives to face the challenges. Model Police Stations have started functioning with the purpose of making thana policing more people friendly, stronger and effective. Service Delivery Centres have been opened at these thanas, while one Victim Support Centre has started providing services in Dhaka. Community Policing have been introduced all over the country with a view to ensuring effective police-people partnership in maintaining public order and combating crime. In late 2008, the Ministry of Home Affairs (MoHA), Bangladesh Police, and external consultants contracted by UNDP and DFID undertook an evaluation/project revision mission to review the achievements of Phase-I. The Rapid Evaluation Report concluded that the PRP has achieved very good results in a relatively short time frame. In particular, the reform programme gained considerable momentum with the support of the nonparty caretaker government and with the shift of the National Programme Director from MoHA to the Bangladesh Police in early 2007. These factors sharpened public focus on police reform, and encouraged greater direct responsibility for reform initiatives.

The key achievements of Phase I include:

- National ownership;
- Support GoB in making legal reforms that will reshape the formal and informal base for police work;
- Systematic and significant efforts to address gender issues;
- Inauguration of Service Delivery Centers at Model Thanas and introduction of Police Open Day;
- Regional Cyber Crime Seminar hosted jointly by PRP and BP;
- Capacity-building through training;
- Supports BP in the procurement of systems and technologies that are the tools of trade for modern police jurisdictions;
- Divisional Consultations on Community Policing and Strategic Document for CP;
- Assistance to prepare Bangladesh Police Strategy 2008-2010;
- Trafficking in Human Beings Investigation Unit established;
- Effective Media Relations;
- Bangladesh Police Women's Network launched;
- Signing of MoA with 10 leading NGOs for providing effective referral service in Victim Support Centre;

- Improving public perception about police

Future Challenges for Police Reform:

Phase I (January 2005-June 2009) established the foundation for reform by building national ownership and supporting the roll out of a community policing philosophy across Bangladesh. Phase II (June 2009-June 2014/15) will consolidate previous efforts by supporting the Bangladesh Police Strategic Plan 2008-2010 and pursuing the above mentioned goals and outcomes. Phase II also seeks to strengthen functional linkages with the broader social and justice sector. The Ministry of Home Affairs and Bangladesh Police drive the reform process with technical and financial support from UNDP and other development partners. The priorities for Phase II during 2009-2014/15 will include:

- Consolidating the Community Policing philosophy nationwide and encouraging police to undertake a more proactive "crime prevention" role.
- Improving police investigations, operations and prosecutions to enhance fair and equitable justice;
- Building training capacity to produce quality police personnel;
- Strengthening the organizational capacity of the Bangladesh Police to better plan, budget, operate, and provide input into an updated legislative framework;
- Making policing more women friendly;
- Improving crime response and crime prevention through realistic and cost effective Information Communications Technology;
- Strengthen linkages with the wider justice sector at both the policy and functional 1 levels.

Reforming a century-old police organization is not an easy task and cannot be implemented overnight. But Police Reform is "too important to neglect and too urgent to delay" and initiatives must be endorsed through the political process and introduced in a way that does not cause undue friction in society. The success of police reform depends on uniform support at the highest levels. Bangladesh Police, as a pro-people, service-oriented organization, is committed to providing citizens with professional and efficient police services. In the years to come it will be the partnership of police and the community, working together in a climate of mutual respect, understanding and cooperation through which citizens will enjoy a truly enhanced quality of life. Bangladesh police's vision of meeting the highest standards and practices of modern policing will be successful only if it gets adequate support to its efforts of reform and renewal from all quarters--government, civil society, academia, politicians, people of all classes and the development partners. Reform in human security sector is a must to make digital Bangladesh a reality--prosperous nation maintaining rule of law.

Writer: Additional Inspector General, PHQs and National Project Director, PRP



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৭ চৈত্র ১৪১৫
৩১ মার্চ ২০০৯

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে সজাগ হয়ে মাহীনতায়ুগে পুলিশ বাহিনীর যেসব বীর সদস্য আত্মত্যাগ দিয়েছেন, তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের দায়িত্ব অপরিহার্য। পুলিশ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য জনগণের বন্ধু হয়ে তাঁদের জানামালের নিরাপত্তা বিধান করবে-এটাই সকলের প্রত্যাশা।

'দুঃস্বপ্নের দমন ও শিষ্টির পালন' এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ তাঁদের সততা, নিষ্ঠা ও মেধা দিয়ে বর্তমান সরকারের দিন বদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন বলে আমি আশা করি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ এর সার্বস্বীয় সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Sheikh Mujibur Rahman

শেখ হাসিনা



বাণী

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

* পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশ পরিবারের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার অমোঘ ঘোষণায় উজ্জ্বলিত হয়ে দেশের রক্ষীনাঙ্গা সৃষ্টিতে, রাষ্ট্রের সম্পত্তি রক্ষায় ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশ পুলিশের লাইনসহ-দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের যে সকল বীর সদস্যগণ আত্মত্যাগ করেছেন- তাদের আত্মা ও পরিবারবর্গের প্রতি জানাচ্ছি শ্রদ্ধা সালাম।

দ্রুত ধাবমান পরিবর্তনশীল সমাজে অপরাধ প্রতিরোধ, সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দক্ষ পেশাদার পুলিশ এর কোন বিকল্প নেই। নানা সীমাবদ্ধতার মাঝেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ এর অর্জন প্রশংসনীয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনে পুলিশের একটি পেশাদারিত্ব সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশ এর কর্মবর্তমান অংশগ্রহণ আমাদের জন্য গৌরব বয়ে আনছে।

বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বে ২০১১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য একটি আধুনিক, দক্ষ ও জনসংবেদনশীল পুলিশ সার্ভিস গড়ে তুলতে আমার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পুলিশ সপ্তাহে আয়োজিত নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ জনসাধারণের সাথে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ এর আয়োজন সফল হোক এ প্রত্যাশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

Tanzim Ahmad

(তানজিম আহমদ)



বাণী

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ উপলক্ষে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি সেই সব বীর পুলিশ সদস্যদের যারা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহরে হানাদকার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধবাহু রচনা করে অকুণ্ঠচিত্তে গ্রান বিসর্জন দিয়েছেন। পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের এই শুভলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ পুলিশের সেই সব নিবেদিতপ্রাণ সদস্যদের যারা প্রতিদিন্যত শ্রেয়বোধ, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে নিশ্চিত করে চলেছে জনগণের জানামালের নিরাপত্তা।

শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পুলিশ সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছে। এই অগ্রগতির ধারাকে আরো গতিশীল করার জন্য রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে পুলিশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার যোগসূত্র স্থাপন পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। উপরন্তু, এর মাধ্যমে নিবিড় জনসংযোগ ও উন্নত সেবা প্রদানের অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে পুলিশকে অধিকতর জনমুল সংগ্ৰহ করার একটি প্রয়াস পরিচালিত হয়। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম পায় নতুন নির্দেশনা, সেবাকার্যে সঞ্চারিত হয় নতুন গতি।

নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পুলিশ আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে। পুলিশের সেবার মান বাড়াতে ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে নানা পদক্ষেপ। আমাদের জাতীয় জীবনে সূচিত নবরত্ন গণতান্ত্রিক ধারাকে বেগবান করতে বাংলাদেশ পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, জীবন মানের উৎকর্ষ সাধন এবং পুলিশের সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নানাবিধ সৃজনশীল উদ্যোগ পুলিশকে একটি মর্যাদাবান, প্রতিশ্রুতিশীল ও জনবান্ধব সার্ভিসে উন্নীত করবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

Nur Mohammad

(নূর মোহাম্মদ)

Courtesy: ASSURANCE DEVELOPMENTS WE CARE ... ISO 9001:2000 Certified 8150727, 9145214